CHEMICAL SAFETY INSPECTION GUIDELINE

রাসায়নিক সুরক্ষা পরিদর্শন গাইডলাইন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
গাইডলাইনের লক্ষ্য	৪
রাসায়নিক সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা	৪
পি পি ই পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা- পি পি ই	৫
ঝুঁকি ও প্রভাব	৫
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	৫
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	৬
আইন ও বিধি	৬
নির্দেশনা	৬
এনেক্স পি পি ই	৭-১০
লেবেলিং পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা- লেবেলিং	১১
ঝুঁকি ও প্রভাব	১১
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	১১
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	১১
আইন ও বিধি	১১
নির্দেশনা	১১
ভেন্টিলেশন ও এগজস্ট পরিদর্শন গাইডলাইন	১২
সংজ্ঞা- ভেন্টিলেশন ও এগজস্ট	১২
ঝুঁকি ও প্রভাব	১২
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	১২
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	১৩
আইন ও বিধি	১৩
নির্দেশনা	১৩
ধূলাবালি ও ধোঁয়া পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা- ধূলাবালি ও ধোঁয়া	১৪
ঝুঁকি ও প্রভাব	১৪
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	১৪
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	১৫
আইন ও বিধি	১৫
নির্দেশনা	১৫
এনেক্স ধূলাবালি ও ধোঁয়া	১৬-১৯
এম এস ডি এস পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা- এম এস ডি এস	২০
ঝুঁকি ও প্রভাব	২০
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	২০

সূচিপত্র

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	২০
আইন ও বিধি	২০
নির্দেশনা	২০
রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা- রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা	২১
ঝুঁকি ও প্রভাব	২১
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	২১
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	২২
আইন ও বিধি	২৩
নির্দেশনা	২৪
স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ (সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যকর ক্যান্টিন এবং খাবার কক্ষ) পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা- স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ	২৫
ঝুঁকি ও প্রভাব	২৫
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	২৫
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রদান	২৫
আইন ও বিধি	২৭
নির্দেশনা	২৭

ভূমিকা

রাসায়নিক সুরক্ষা সংক্রান্ত গাইডলাইন সমূহকে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক গাইডলাইন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ সংক্রান্ত ০৭ (সাত) টি গাইডলাইন ও ২(দুই) টি এনেক্স নিচে দেয়া হল:

* পি পি ই পরিদর্শন গাইডলাইন
* এনেক্স, পি পি ই
* লেবেলিং পরিদর্শন গাইডলাইন
* ভেন্টিলেশন ও এগজস্ট পরিদর্শন গাইডলাইন
* ধূলাবালি ও ধোঁয়া পরিদর্শন গাইডলাইন
* এনেক্স, ধুলাবালি ও ধোঁয়া
* এম এস ডি এস পরিদর্শন গাইডলাইন
* রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন গাইডলাইন
* স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ (সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যকর ক্যান্টিন ও খাবার কক্ষ) পরিদর্শনগাইডলাইন

গাইড লাইনের লক্ষ্যঃ

পরিদর্শন গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত বিপদ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

রাসায়নিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাঃ

রাসায়নিক পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত ও অনিরাপদ ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর কর্মক্ষেত্রে রাসায়নিক দুর্ঘটনা ও বিষক্রিয়ার ফলে ক্যান্সারের মত মরণব্যাধিসহ নিরাময় অযোগ্য মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে, যা শিল্প উৎপাদন ও উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটায়। তবে নিয়ন্ত্রিত, নিরাপদ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে রাসায়নিক দুর্ঘটনা ও বিষক্রিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।

পি পি ই পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা	ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পি পি ই) হচ্ছে সুরক্ষিত পোশাক, হেলমেট, গগলস, মাস্ক এবং অন্যান্য গার্মেন্টস বা সরঞ্জাম যা আঘাত বা সংক্রমণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করে । সাধারণ পরিস্থিতিতে পি পি ই উদাহরণের জন্য অহহবীবং দেখতে হবে।
ঝুঁকি ও প্রভাব	পি পি ই অবশ্যই চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হতে হবে। যদি পি পি ই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম না হয় তাহলে এটা ফলপ্রসূ হবে না । এই পরিস্থিতি মারাত্মক আঘাত, দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবার কারণ হবে । উদাহরণ : চামড়া জ্বালাপোড়া বা ফুসকুড়ি এলার্জি বা ফুসফুসের প্রতিক্রিয়া শ্বাস নালীর সংক্রমণ ক্যানসার গুরুতর চোখের ক্ষতি মাথা ব্যথা বা ব্যথা 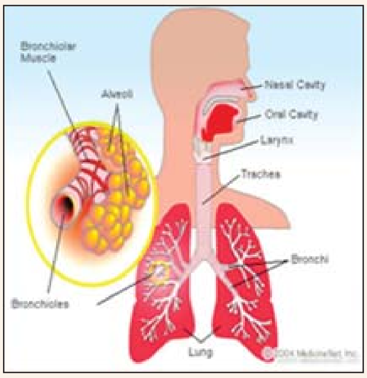 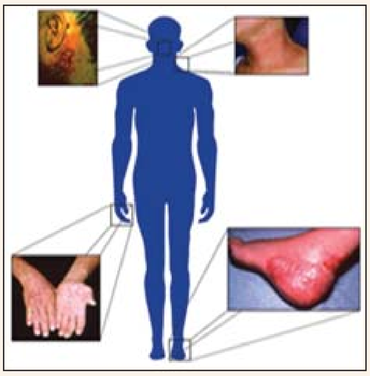
তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ	পি পি ই ব্যবহার না করা বা অনুপযুক্ত পি পি ই ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিককে অবহিত করে ঝুঁকি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যদি কোন পরিদর্শক দেখেন যে শ্রমিকেরা পি পি ই ব্যবহার করছেন না বা অনুপযুক্ত পি পি ই ব্যবহার করছেন তাহলে তিনি তা খাতায় লিখবেন এবং সম্ভব হলে ছবি তুলবেন।

প্রতিরোধ ও প্রতিবেদন	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা মালিক কর্তৃক অবশ্যই কাজের পরিবেশ এবং সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিবেচনায় উপযুক্ত পি পি ই নির্বাচন করতে হবে। এই লক্ষ্যে তারা অবশ্যই শ্রমিকদেরকে পি পি ই সরবরাহ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করবে । পরিদর্শন শেষে পরিদর্শক উপর্যুক্ত পি পি ই ব্যবহার না করার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ / অংশগ্রহণকারী কমিটি / সেইফটি কমিটি এবং শ্রমিকদেরকে জানাবে । পরিদর্শনের পর পরিদর্শক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আইনের লঙ্ঘনসমুহ উলেখ করে এবং তা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশোধনের নির্দেশনামূলক আনুষ্ঠানিক নোটিশ প্রদান করবে । সাধারণভাবে, এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য উপযুক্ত সময় ১০-১৫ দিন ।
বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬	**বাংলাদেশ শ্রম আইন** ধারা-৭৮(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা.. ১. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকগনের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত কাউকে কর্মে নিয়োগ করিতে পারিবে না এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে। ২. ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহের পর উহা ব্যাবহার করা না হইলে সংশিষ্ট শ্রমিকগণ দায়ী হইবেন। ৩.কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিত করণের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করিতে হইবে।
নির্দেশনা	১. **চোখ ও মুখ সুরক্ষা ঃ** শ্রমিকদের চোখ ও মুখ যদি বিপজ্জনক ধূলিকণা, ধাতু, তরল কেমিক্যাল,গ্যাস বা বাষ্প এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকারক আলো বা তরঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে মালিককে অবশ্যই শ্রমিকদের চোখও মুখের উপযুক্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ২. পা ও শরীর সুরক্ষা ঃ যে সব শ্রমিকের ক্রাসিং বা তীক্ষ্ণবস্তু থেকে বা চলমান বা ঘুর্ণায়মান বস্তু থেকে পা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে পা সুরক্ষাদি (সেফটি সু) পড়তে হবে। যে সকল শ্রমিক গরম , ক্ষয়কারক, বিষাক্তবস্তুর সংস্পর্শে থাকে তাদেরকে অবশ্যই পা সহ শরীর সুরক্ষার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। ৩. **হাতের সুরক্ষা ঃ** ক্ষতিকারক উপাদান দ্বারা ত্বকের শোষণ, রাসায়নিক বা তাপীয় প্রজ্জলন, বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা, চোট বা ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় ইত্যাদি দ্বারা শ্রমিকদের গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থাকলে মালিককে অবশ্যই উপযুক্ত গাভস, ফিঙ্গার গার্ড, আর্ম কভারিং ও কনুই গাভস প্রদান করতে হইবে। ৪. **শ্বাসনালীর সুরক্ষা ঃ** মালিক বা কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের জন্য শ্বাসনালীর মাস্ক বা ফিল্টার প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ধূলিকণা বা বিপজ্জনক বস্তুকে বিবেচনায় নিতে হবে। সাধারণত চার (৪) ধরনের বিপজ্জনক বস্তু কণা আছে। যেমনঃ (১)সলিড পার্টিকেল (অ্যাসবেস্টস ডাস্ট, স্টোন ডাস্ট, উড ডাস্ট, জুটফাইবার, ধোঁয়া)। (২) লিকুইড পার্টিকেল (পেইনট, পেস্টিসাইড,)। (৩) বাষ্প (সলভেন্ট বাষ্প, মারকারী বাষ্প)। (৪) গ্যাস (ক্লোরিন, কার্বনমনোক্সাইড, যন্ত্র নিঃসৃত গ্যাস)। পার্টিকেল ফিল্টার পার্টিকেল এর বিপক্ষে এবং গ্যাস বা বাষ্প ফিল্টার গ্যাস বা বাষ্পের বিপক্ষে কাজ করে। পরিদর্শক কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বা মাসিক পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে পিপিই ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের নির্দেশনা দিতে পারে।

Annex পি পি ই- বিভিন্ন প্রকার পি পি ই এর উদাহরণ

রেস্পাইরেটরি মাস্ক-এর উদাহরণ ঃ

N-সিরিজঃ সাধারণত এন সিরিজের মাস্ক বা ফিল্টার তৈলাক্ত অ্যারোসল ব্যতিত পরিবেশের অন্যান্য কণার বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভাল্ব যুক্ত বা ভাল্ব বিহীন হতে পারে।

R- সিরিজঃ সাধারণত R- সিরিজ মাস্ক বা ফিল্টার তৈলাক্ত বা অতৈলাক্ত কণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

P- সিরিজঃ প্রস্তুতকারকের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তৈলাক্ত এবং অতৈলাক্ত কণার বিপরীতে P- সিরিজ মাস্ক বা ফিল্টার ব্যবহৃত হয়।

**** দেখানো সব মাস্ক বিনষ্টযোগ্য

কণা, গ্যাস বা বাস্পের পুনারায় ব্যবহারযোগ্য মাস্কে ব্যবহার করা যায়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্রপাতি ঃ ইহা নিজস্ব উৎস হতে বাতাস সরবরাহ করতে পারে যেমন কমপ্রেসড এয়ার সিলিন্ডার অথবা এয়ার কমপ্রেসার।

ইহা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার বায়ুবাহিত আপদের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়।

গ্লাভসের উদাহরণ ঃ

ধাতব গ্লাভস

চামড়ার গ্লাভস

কাপড়ের গ্লাভস

রাসায়নিক প্রতিরোধী

Insulating গ্লাভস

*** উপযুক্ত গাভস নির্বাচনে রাসায়নিক প্রতিরোধী ছক সাহায্যে করে।

পায়ের পাতা এবং পায়ের সুরক্ষায় ব্যবহৃত পিপিই এর উদাহরণঃ

Leggings

Metatarsal Guard

Safety shoes

Toe Guards

চোখ এবং মুখের সুরক্ষায় ব্যবহৃত পিপিই এর উদাহরণ ঃ

Goggles

Face shields

Welding Helmet

দেহ সুরক্ষায় ব্যবহৃত পিপিই এর উদাহরণ ঃ

বিভিন্ন প্রকার প্রতিরক্ষামূলক কাপড়ের কার্যকারিতা এর উপাদানের উপর নির্ভর করে।

উদাহস্বরুপ রাবার, রাবার জাতীয় তন্তু, নিওপ্রিন দ্বারা তৈরি দেহ সুরক্ষায় কাপড় নির্দিষ্ট রাসায়নিক বস্তু প্রতিরোধ করে।

লেবেলিং পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা	লেবেল হলো হ্যাজার্ডাস রাসায়নিক পদার্থের লিখিত, মুদ্রিত অথবা গ্রাফিক্যাল তথ্য যা রাসায়নিক পদার্থের ধারকে বা নলে সংযুক্ত বা মুদ্রিত থাকে।
বিপদ ও ফলাফল	লেবেল বিহীন রাসায়নিক পদার্থের ধারক অপ্রত্যাশিত ক্ষয়, দহন, বিস্ফোরণ, জীবন্ত কোষের দাহ, হ্যাজার্ডাস কণার শ্বসন প্রভৃতির কারণে হতে পারে। যদি একটি রাসায়নিক পদার্থের ধারকের গায়ে কোন উপযুক্ত লেবেল না থাকে তবে একজন শ্রমিকের পক্ষে পদার্থটি ক্ষতিকর কিনা এটা জানা সম্ভব হয়না। রাসায়নিক পদার্থের হ্যাজার্ড সম্পর্কে অবগত না হয়ে তা নিয়ে কাজ করলে শ্রমিকের জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তেমনি পারে কর্মক্ষেত্র দূষিত বা ধ্বংস করতে।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	যদি কোন পরিদর্শক লেবেলবিহীন বা উপযুক্ত লেবেলবিহীন রাসায়নিক পদার্থের কনটেইনার দেখে তবে তিনি অবশ্যই ঐ রাসায়নিক পদার্থের এমএসডিএস দেখবেন অথবা কর্মক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ হতে চেয়ে নিয়ে দেখে সংশিষ্ট রাসায়নিক পদাথ্রের হ্যাজার্ড বা ঝুঁকির মাত্রা উপলব্ধি করবেন এবং কর্তৃপক্ষকে লেবেল বিহীন রাসায়নিক কনটেইনার ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করবেন। লেবেল না থাকার ক্ষেত্রে পরিদর্শক সংশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের নাম (কর্তৃপক্ষের সাহায্যে) এবং হ্যাজার্ড নির্দেশনা (এমএসডিএস এর সাহায্যে) লিখে নেবেন। এক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থের নাম, হ্যাজার্ড নির্দেশনা, রাসায়নিক পদার্থটি যে স্থানে ব্যবহার হচ্ছে তার নাম এবং সাধারণ তথ্য লিখিত কাগজে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নিতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান পদ্ধতি	পরিদর্শন শেষে, পরিদর্শক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত নোটিশ পাঠাবেন যেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ হ্যাজার্ড বা ঝুঁকির উলেখ থাকবে। সাধারণত সমস্যা সমাধানের নির্ধারিত সময় ঃ ০৫-১০ দিন।
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৮৫(১) এই আইনে কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান নাই এরূপ কোন ক্ষেত্রে, যদি পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা উহার অংশ বিশেষ অথবা উহাতে বা উহার সহিত সংশিষ্ট বা উহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন বিষয় বা রীতি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক অথবা এমন ত্রুটিপূর্ণ যে উহা মানুষের শারীরিক ক্ষতি করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি লিখিত নোটিশ দ্বারা তৎ সম্পর্কে মালিককে অবহিত করিতে পারিবেন এবং নোটিশে উলিখিত সময়ের মধ্যে ও পদ্ধতিতে, যে যে কারণে উহা বিপজ্জনক বা ক্ষতিকারক বা ত্রুটিপূর্ণ তাহা দূরীভূত করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।
নির্দেশনা	**লেবেলে প্রয়োজনীয় তথ্যঃ** রাসায়নিক পরিচয় ঃ রাসায়নিক পদার্থের নাম। হ্যাজার্ড সতর্কতাঃ GHS (Globally Harmonized System) অনুমোদিত পিকটোগ্রাম ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো হয়। স্থানান্তর বা কনটেইনার খোলার তারিখ ঃ কেবল মাত্র রিআক্টিভ পদার্থ, পার অক্সাইড ফর্মের ক্ষেত্রে।

ভেন্টিলেশন ও এগজস্ট পরিদর্শন গাইডলাইন

সংজ্ঞা	যান্ত্রিক ভেন্টিলেশনঃ ইহা ভবনের এমন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যা ভিতরের দূষিত বাতাসকে বাইরে এবং বাইরের নির্মল বাতাসকে ভিতরে নিয়ে আসে। ইহা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল যা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের সংস্পর্শে থাকা দূষিত বাতাসকে একটি নির্দিষ্ট পথে বের করে নিয়ে আসে। লোকাল এগজস্ট ভেন্টিলেশন ঃ কর্মক্ষেত্রে ভিতরে দূষিত বাতাস ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে তা উচ্চ নিঃসরণের মাধ্যমে বের করে নিয়ে ভিতরের পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখার প্রক্রিয়াই লোকাল এগজস্ট ভেন্টিলেশন। 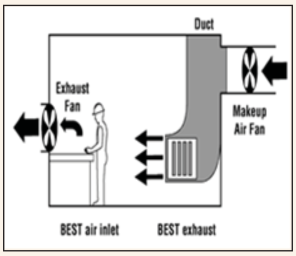
ঝুঁকি ও প্রভাব	অনুপযুক্ত ভেন্টিলেশন/এগজস্ট, অকেজো ভেন্টিলেশন/এগজস্ট অথবা ভেন্টিলেশন/এগজস্ট না থাকলে কর্মক্ষেত্রের ভিতরের বাতাস দূষিত হতে পারে। রাসায়নিক বস্তুকণা ,ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ধূলিকণা কর্মক্ষেত্রে বাতাসকে দূষিত করতে পারে। দূষিত পদার্থ কারখানায় ঘনীভূত হতে পারে। উৎপাদিত পণ্যের ধরণ অনুযায়ী শ্রমিকেরা রাসায়নিক পদার্থ ক্ষয়কারক বিষাক্ত পদার্থ, কাচতন্তুর ধূলা, ঢালাই ধোঁয়া, ধাতব পদার্থ, কাঠের ধূলা, তেলাক্ত ধূলা অথবা পাউডার প্রলেপের সংস্পর্শে আসতে পারে। এতে মারাত্মক ক্ষতিকারক লক্ষণ দেখা যেতে পারে যেমন সমন্বয়হীনতা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা, ক্লান্তিময়তা, মাথাঘোরা এবং বমি বমি ভাব হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ ব্যহত হতে পারে যেমন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং পরিবহন সিস্টেম ব্যহত হতে পারে। অ্যাজমা অথবা জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। যে সকল শ্রমিক হৃদরোগ ও ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছেন তারা অস্বাস্থ্যকর দূষিত বাতাসে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কখনও কখনও ইহা চর্মরোগ, ক্যান্সার ও এমন কি সিলিকোসিস ঘটাতে পারে।
তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অনুপযুক্ত/অকেজো ভেন্টিলেশন অথবা ভেন্টিলেশন/এগজস্ট না থাকার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানিয়ে এর ঝুঁকি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যদি পরিদর্শকের কাছে ভেন্টিলেশন /এগজস্ট সিস্টেম অনুপযুক্ত মনে হয় তাহলে সে তার ছবি নিতে পারে। যদি পরিদর্শকের কাছে ভেন্টিলেশন/এগজস্ট সিস্টেম পর্যাপ্ত মনে না হয় এবং শ্রমিকেরা ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছে বলে মনে হয় তাহলে সে কর্তপক্ষকে সঠিক চচউ দেয়ার জন্য অথবা তাৎক্ষণিক কাজ বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দিতে পারে।

প্রতিরোধ ও প্রতিবেদন	মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কাজের পরিবেশ এবং সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে সঠিক ভেন্টিলেশন/এগজস্ট নির্বাচন করতে হবে। পরিদর্শনের সময় এবং পরিদর্শন শেষে পরিদর্শক মৌখিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, অংশগ্রহণকারী কমিটি, সেইফটি কমিটিকে সঠিক ভেন্টিলেশন অথবা নিষ্কাশন/এগজস্ট না থাকার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানাবেন। পরিদর্শনের পর পরিদর্শক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আইনের লঙ্ঘনসমূহ উলেখ করে এবং তা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশোধনের নির্দেশনামূলক আনুষ্ঠানিক নোটিশ প্রদান করবে । সাধারণভাবে, এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য উপযুক্ত সময় ৩০ দিন ।
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (শ্রম বিধিমালা-২০১৫)	**বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা-৫২, ৫৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধি, ৪৬** ১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ২. উক্তরুপ প্রত্যেক কক্ষে এমন তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণ মোটামুটি আরামে কাজ করিতে পারেন এবং যাহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি রোধ হয়। ৩. উপধারা-২-এর প্রয়োজনে কক্ষের দেয়াল এবং ছাদ এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যাহাতে উক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পায় এবং যতদূর সম্ভব কম থাকে। ৪. যেক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি এমন হয় যে, ইহাতে অত্যধিক উচ্চ তাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে যে উৎস হইতে উক্তরুপ উচ্চ তাপ সৃষ্টি হইতেছে উহাকে বা উহার উত্তপ্ত অংশকে তাপ অপরিবাহী বস্তু দ্বারা মুড়িয়া বা অন্য কোন পন্থায় শ্রমিকগণের কর্মকক্ষ হইতে আলাদা করার জন্য যতদূর সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ৫. যদি সরকারের নিকট ইহা প্রতিয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের অতি উচ্চ তাপমাত্রা উহার পার্শ্ব দেয়াল, ছাদ বা জানালা চুনকাম করিয়া, স্প্রে করিয়া অথবা তাপ অপরিবাহী করিয়া বা পর্দা দিয়া অথবা ছাদের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায় হ্রাস করা সম্ভব হয় তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানে উলেখিত যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে। **ধুলা-বালি ও ধোঁয়া ঃ** ১. কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলার কারণে যদি কোন ধূলা-বালি বা ধোঁয়া বা অন্য কোন দূষিত বস্তু এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমাণে নির্গত হয় যে, উহাতে সেইখানে কর্মরত শ্রমিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির বা অস্বস্তিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে কোন কর্মকক্ষে উহা যাহাতে জমিতে না পারে এবং শ্রমিকের প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে ইহার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যদি কোন নির্গমণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উহা উক্ত ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা অন্য দূষিত বস্তুর উৎসের যতদুর সম্ভব কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং ঐ স্থান যতদুর সম্ভব ঘিরিয়া রাখিতে হইবে। ২. কোন প্রতিষ্ঠানে কোন অন্তঃদহন ইঞ্জিন চালানো যাইবেনা যদি না উহার বাষ্পাদি নির্গমণ পথ উন্মুক্ত বাতাসের দিকে হয় এবং কোন অন্তঃদহন ইঞ্জিন কোন কর্মকক্ষে চালানো যাইবে না যদি না শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে উহা হইতে নির্গত এমন ধোঁয়া জমা না হওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়।
নির্দেশনা	নিয়মিত বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহের জন্য, আরামদায়ক তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য, অত্যন্ত তাপ অথবা বিপজ্জনক বিস্ফোরণ কমানোর জন্য এবং দূষিত বাতাস দূরীকরণের জন্য সঠিক ভেন্টিলেশন/এগজস্ট চালু করা জরুরী। পাখা বা শীতাতপ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভেন্টিলেশন চালু করা যেতে পারে। লোকাল এগজস্ট ভেন্টিলেশন ৫ টি উপাদানে গঠিত- ১. হুড যেটা দুষিত বাতাসকে ধরে রাখে ২. নল যেটা বাতাসকে পরিবহন করে ৩.বাতাস বিশুদ্ধকারী যন্ত্র যা দূষণ কমায় বা দুর করে ৪. পাখা যা নলের মধ্য দিয়ে বাতাসকে প্রবাহিত করে ৫. চিমনি যা দূষিত বাতাসকে বের করে দেয়। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, OSH কমিটি ও অংশগ্রহণকারী কমিটিকে সঠিক ভেন্টিলেশনের/এগজস্ট চালু করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেন্টিলেশন সিস্টেম নিয়মিতভাবে সঠিক উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।

ধূলাবালি ও ধোঁয়া (Dust & Fumes) পরিদর্শন গাইডলাইন

<table>
<tr><td colspan="4">ডাষ্ট এন্ড ফিউমস</td></tr>
<tr><td>ধূলিকণা (সংজ্ঞা)</td><td colspan="3">প্রকৃতিক শক্তির বলে বা মনুষ্য কার্যাবলী বা সৃষ্ট কোন প্রক্রিয়া, যেমন- ক্রাশিং, গ্রাইন্ডিং, ড্রিলিং, ক্যারিং, ব্যাগিং/প্যাকিং, খনির কাজ, এমনকি ঝাড়ু দান ইত্যাদি কার্যাবলীর মাধ্যমে ধূলা বালির কঠিন, ক্ষুদ্র বা শুকনো কণিকা বাতাসের সাথে অবস্থান করে ঘুরে বেরায়। ধূলিকনা আয়তনে ১-১০০ মাইক্রো মিটারের হতে পারে।</td></tr>
<tr><td>ফিউম (সংজ্ঞা)</td><td colspan="3">ফিউমস হলো গ্যাসীয় ধোঁয়া/বাস্প বা ধূলি কণিকা যাহা রাসায়নিক রিয়্যাকশন, থার্মাল বা তাপীয় ক্রিয়া অথবা বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংসকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে বাতাসে মিশে গ্যসীয় অবস্থায় অবস্থান করে। ফিউমস এর উপাদান কখনো বিষাক্ত, ক্ষতিকারক অথবা ক্ষয়কারক হতে পারে। (এনেক্স অংশে ধূলি ও ফিউমসের প্রকারভেদ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং কার্যপ্রক্রিয়া দ্রঃ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বিপজ্জনক স্থান/আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যম ও ফলাফল</td><td>নিঃশ্বাস গ্রহণ/সরাসরি দেহে গ্রহণ/প্রবেশঃ</td><td>১)</td><td>নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ধূলি কণিকার মানুষের শ্বসনতন্ত্রে (ফুসফুসের উপরিভাগ এবং নিম্নভাগে) প্রবেশ এবং জমা হওয়ার মাধ্যমে ।</td></tr>
<tr><td>চর্ম কর্তৃক দেহে গ্রহণ/ ইরিটেশনঃ</td><td>২)</td><td>রাসায়নিক দ্রব্যের সরাসরি দেহের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে ।</td></tr>
<tr><td>ফলাফল / স্বাস্থ্য ঝুঁকি</td><td colspan="3">. ধূলি ও ফিউমসের সংস্পর্শের তীব্রতার ভিত্তিতে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য গত সমস্যা হতে পারে যেমন-নিউমাকনিসেস, ক্যান্সার, সিলিকসিস, সিস্টেমেটিক পয়জনিং, ইরিটেশন এবং জ্বালাকর ফুসফুসীয় ইনফেকশন/ইঞ্জুরি, এলার্জিক ইনফেকশন (যেমন অ্যাজমা, এক্সটারনাল এলার্জিক এলভিওলাইটিস) এবং চর্মের পীড়া। -
. ধূলি বা ফিউমস থেকে সৃষ্ট মানুষের জন্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা (যেমন-সিলিকোসিস) কখনো অনারোগ্যযোগ্য, অপরিবর্তনীয়, ক্রমবর্ধণশীল এবং প্রকারান্তরে অক্ষমতা সৃষ্টিকারী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিণাম ভয়াবহ হয়ে থাকে।</td></tr>
<tr><td>জরুরী ব্যবস্থা</td><td colspan="3">ড কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা খুঁজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রাথমিকভাবে কিছুটা কঠিন বিষয় । ধূলাবালির মাত্রা/তীব্রতা এবং উহার মানুষের এবং পরিবেশের উপর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া/প্রভাবের ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা নির্ভর করে।
ড পরিদর্শক ডাস্ট ও ফিউম-এর প্রকারভেদ খুঁজে বাহির করে নিবেন এবং নোট করবেন এবং মানুষ এবং পরিবেশের উপর এদের কি প্রভাব তা বাহির করার চেষ্টা করবেন। এগজস্ট ভেন্টিলেশন এর স্থাপন এবং পি পি ই এর ব্যবহার কখনো এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার যথাযথ সমাধান হতে পারে (এনেক্স অংশে বিস্তারিত)।
⊠ কোন কর্মক্ষেত্রে ডাস্ট/ফিউমস এর মাত্রা যদি পরিদর্শকের নিকট শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিস্বরুপ/ক্ষতিকর মনে হয় তাহলে, পরিদর্শক কারখানার কর্তৃপক্ষ/ব্যবস্থাপক কে তাৎক্ষণিকভাবে পিপিই সরবরাহ করার জন্যে বলবেন এবং পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষকে সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় গৃহীতব্য ব্যবস্থা নির্দেশ পূর্বক নোটিশ প্রদান করবেন ।
⊠ বাতাসের বিশুদ্ধতার মাত্রা জানার জন্যে অথবা এয়ার প্রটেকশন ফ্যাক্টর বিষয়ে জানার জন্যে সময়ে সময়ে বাতাসের স্যাম্পলিং/ মনিটরিং করা দরকার।</td></tr>
</table>

প্রতিকার ও নোটিশ প্রদান	ঙ পরিদর্শনের পরে পরিদর্শক আইনের লংঘন সমূহ সংশোধনের জন্যে কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট সময় প্রদান পূর্বক দাপ্তরিকভাবে নোটিশ প্রদান করবেন। কর্তৃপক্ষকে আরো সচেতন/সক্রিয় করার নিমিত্তে পরিদর্শক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ও দলিল (ডকুমেন্ট) উপাত্ত সংযোজন করে নোটিশের সাথে প্রদান করতে পারেন। সাধারণভাবে, লংঘনসমূহ সংশোধনের জন্য যৌক্তিক সময় প্রদান করে নোটিশ প্রেরণ করা হবে এবং চুড়ান্ত নোটিশ প্রদানের পরও যদি আইনের লংঘনসমূহ কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক না দূরীকরণ করা হয় তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে আদালতে মামলা দায়ের করত সমস্যাসমূহ সংশোধনের জন্যে পরিদর্শক পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।	
বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬	ধারা-৫১(ক):	প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্মকক্ষ, সিড়ি, যাতায়তের পথ হইতে প্রতিদিন ঝাঁড়ু দিয়া ময়লা ও আবর্জনা উপযুক্ত পন্থায় অপসারণ করিতে হইবে।
	ধারা-৫২(১):	প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্যে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।
	ধারা-৫২(৪):	যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি এমন হয় যে, ইহাতে অত্যাধিক উচ্চতাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে যে উৎস হইতে উক্তরুপ উচ্চতাপ সৃষ্টি হইতেছে উহাকে বা উহার উত্তপ্ত অংশকে তাপ অপরিবাহী বস্তু দ্বারা মুড়িয়ে বা অন্য কোন পন্থায় শ্রমিকগণের কর্মকক্ষ হইতে আলাদা করার জন্য যতদূর সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
	ধারা-৫৩(১):	কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রকক্রিয়া চলার কারণে যদি কোন ধুলা বালি বা ধোঁয়ার বা অন্য কোন দূষিত বস্তু এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমাণে নির্গত হয় যে, উহাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির বা অস্বস্থিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কোন কর্মকক্ষে উহা যাহাতে জমিতে না পারে এবং শ্রমিকের প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে ইহার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যদি কান নির্গমন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত ধূলা বালি, ধোয়াঁ বা অন্য কোন দূষিত বস্তুর উৎসের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং ঐ স্থান যতদূর সম্ভব ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।
	ধারা-৭৮(ক):	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত কাউকে কর্মে নিয়োগ করিতে পারিবে না এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।
নির্দেশনা	১।	ডাস্ট সাকার, এগজস্ট এবং ভেন্টিলেশন এর ব্যবহার। ধারা-৫২(১), ৫৩(১)
	২।	ডাস্ট নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যথাযথ হাউজ রক্ষণাবেক্ষণ। ধারা-৫১(ক)
	৩।	ব্যবহৃত দ্রব্যের এমএসডিএস (বিধি-৬৮(১০)) এর নির্দেশিকা অনুযায়ী অথবা এয়ার স্যাম্পলিং করে প্রাপ্ত এয়ার প্রটেকশন ফ্যাক্টর এর মান থেকে পিপিই এবং আরপিই (শ্বসন তন্ত্রের রক্ষাযন্ত্র), চোখের, চম্মের, এবং দেহের সুরক্ষা যন্ত্র নির্ধারণ পূর্বক সরবরাহ করন এবং যথাযথ ভাবে এদের ব্যবহার নিশ্চিত করন। ধারা- ৭৮(ক)
	৪।	**ডাস্ট, সিলিকা-** (স্টোন ক্রাশিং, কোল ডাস্ট, সিমেন্ট ডাস্ট, উড ডাস্ট, জুট ফাইবার, স্পিনিং ডাস্ট, সিন্থেটিক ডাস্ট, গ্লাস ফাইবার ডাস্ট ইত্যাদি) এবং **ফিউমস-** (লেড, ওয়েল্ডিং, গ্যাস কাটিং, পেইন্টিং, কেমিক্যাল ফিউম ইত্যাদির সৃষ্ট ধোঁয়া) এর ক্ষতিকর প্রভাব, এদের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্বধীয় তথ্যাবলী সংযুক্ত প্রশিক্ষণমূলক হ্যাজার্ডাস ডিসপে বোর্ড এর প্রদর্শন। (আইন দ্বারা বাধ্যবাধক নহে)

	৫।	ডাস্ট অথবা ফিউম এর প্রভাব পরিবেশ এবং কর্মরত শ্রমিকদের উপর পর্যবেক্ষণ এবং তাদেরকে এ বিষয়ে প্রদত্ত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড/রেজিস্টারের সংরক্ষণ এতদ্বিষয়ে সকলের জন্যে সহায়ক হতে পারে। (আইন দ্বারা বাধ্যবাধক নহে)।
	৬।	বিপদজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে এয়ার স্যাম্পলিং করে পরিবেশের উপর উহাদের ব্যবহারের প্রভাব এবং এতদ্বিষয়ে যথাযথ ধারণা গ্রহণ এবং এ বিষয়ক রেকর্ড/রেজিস্টার এর সংরক্ষণ (আইন দ্বারা বাধ্যবাধক নহে)।

Annex

☒ ডাস্ট অথবা ফিউম এর প্রভাব পরিবেশ এবং কর্মরত শ্রমিকদের উপর পর্যবেক্ষণ বিষয়ক তথ্য রেজিস্টারের সংরক্ষণ (আইন দ্বারা বাধ্যবাধক নহে)

ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির নামের তালিকা	ব্যবহারের পরিমাণ (দিন/সপ্তাহ /মাস)	উহাদের ঝুঁকি/ক্ষতি-কর প্রভাব সংক্রান্ত প্রদর্শন বোর্ড (পিক্টোগ্রাম এর ব্যবহার) আছে/নাই?	ধূলার মাত্রা (ক্ষুদ্র/মাঝা-রি /অধিক)	নির্গত ধূলির উৎস এবং এর নির্গমন স্থল	এগজস্ট ভেন্টিলেশন এর ব্যবহার (আছে/নাই)	শ্রমিক গণের উপর ডাস্ট এবং ফিউমসের স্বাস্থ্যগত প্রভাব? হ্যা/না	ধূলা নিয়ন্ত্রণ এর ব্যপারে শ্রমিক গণের জ্ঞান/শিক্ষা/ ভাবনা কি রয়েছে? হ্যা/না	রাসায়নিক/ ধূলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা শ্রমিক গনের উপরে স্বাস্থ্যগত প্রভাব/ বাহ্যিক লক্ষণাবলী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								১)......................... ২).........................

☒ বিপদজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এয়ার স্যাম্পলিং করে পরিবেশের উপর উহাদের প্রভাব এর তথ্যাদি সম্বন্ধীয় রেকর্ড/রেজিস্টার (আইন দ্বারা বাধ্যবাধক নহে)

যখন এয়ার স্যাম্পলিং করা হয় (দিন/সপ্তাহ /মাস)	উৎপাদ-নের রেইট	উৎপাদনের কাঁচামাল	কাজের শিফট এবং শ্রমিকের সুংখ্যা	উৎস থেকে শ্রমিকদের দরুত্ব	টাস্ক পারফর্মড	ডাস্ট নিয়ন্ত্রণের গৃহীত ব্যবস্থা	ব্যবহৃত টেকনো লজি	বাতাসের প্রটেকশন ফ্যাক্টর এর মান	এমএসডিএস এর নির্দেশনার ভিত্তিতে অথবা এয়ার প্রটেকশন ফ্যাক্টরের প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে নির্ধারণকৃত ব্যবহৃত পিপিই-এর তালিকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
									১)..................... ২).....................

বিভিন্ন প্রকার ডাস্ট

মিনারেল ডাস্ট	মেটালিক ডাস্ট	কেমিক্যাল ডাস্ট	অর্গানিক এবং ভেজিটেবল ডাস্ট	বায়ো-ডাস্ট	ফাইব্রাস ডাস্ট
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
কোয়ার্টজ, কয়লা, সিমেন্ট ইত্যাদি	লেড, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, বেরিলিয়াম ইত্যাদি	বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও পেস্টিসাইড	কাঠ, কটন, আটা/ময়দা, চা ইত্যাদি	ছত্রাক, স্পোর, জৈব কণিকা ইত্যাদি	এসবেস্টস

☒ ডাস্ট এবং ফিউম এর নাম, কোথায় ব্যবহৃত হয়, স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ফলাফল এবং কর্ম পরিকল্পনা: বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, তফসিল-৩ (আরো তথ্যের জন্যে)

সিরিয়াল নম্বর	ডাস্ট ও ফিউম এর নাম	কোথায় ব্যবহৃত হয়	স্বাস্থ্য ঝুঁকি/ফলাফল		কর্ম পরিকল্পনা
১)	ওয়েল্ডিং এর ধোঁয়া (ধাতব কাজ)	উহা সৃষ্ট ধূলি কণা/ধোঁয়া/গ্যাস এ জিঙ্ক, কপার, লেড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম থাকে যাহা দূরীভূত না করলে বাতাসকে দূষিত করে।	১) ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, ও ক্যান্সার। আর পি ই (শ্বসনযন্ত্রের সুরক্ষা যন্ত্র): এয়ার সিলিন্ডার অথবা কম্প্রেসর দ্বারা বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহ করতে পারে এমন বাতাস সরবরাহকারী সরঞ্জামাদী কে রেস্পিরেটরী প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট বোঝায়।	১)	ফিল্টার সহ টার্বু ফিল্টার মাস্ক অথবা বাতাসের সরবরাহ সহ রেস্পিরেটরি প্রটেকশনের ব্যবহার করা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে। (ডেনিশ স্ট্যান্ডার্ড)
				২)	আবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে স্থাপন করা লাগবে কার্যাবলী নির্দেশক কন্ট্রোল ডিভাইস সংযুক্ত সেন্ট্রাল প্রসেস ভেন্টিলেশন সিস্টেম
				৩)	ওয়েল্ডিং, কাটিং, অথবা গ্রাইন্ডিং কাজ করার পুর্বে এর অপারেটর দেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহন আবশ্যক।
২)	লেড	ব্যটারি/ পেইন্ট	১) লিড কারসিজনিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ২) নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেইন, কিডনি, গ্যাস্ট্রোইন্টেসটাইনাল ট্রাকস কে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। ৩) পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই সন্তান গ্রহণের ক্ষমতা (রিপ্রডাকশন সিষ্টেম) কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।	১)	নিয়মিত পরিমাপ করা -ক) বাতাসের লেডের মাত্রা। - খ) কর্মরতদের রক্তের লেডের পরিমাণ। কর্মরতদের বৎসরে অন্তত দুবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চারবার বাতাসে ডাস্ট এর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে এবং টেস্টে প্রাপ্ত মান নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশী হলে ঐ শ্রমিককে উক্ত কাজ ছেড়ে অন্যত্র লেড এর ব্যবহার যেখানে নাই এমন স্থানে কর্মে নিয়োজিত হতে হবে। (ডেনিশ-ল”)
				২)	বাতাসের দূষণ রোধকল্পে যথাযথ ফিল্টার সংযুক্ত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দ্বারা সৃষ্ট লেড ডাস্ট/ফিউমস কে পরিষ্কার করতে হবে।
				৩)	ডাস্ট বিদুরক এপ্রন, গাভস, শ্বসনযন্ত্রের যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা এর ব্যবহার করন এবং সেইসাথে ব্যবহৃত কাপড় / ওয়্যারিংস-সমূহ কর্মক্ষেত্রে ব্যাবহৃত কাপড় / পিপিই-সমূহ থেকে পৃথক রাখতে হবে।

				৪)	ড্রেস চেঞ্জিং রুমের পার্শ্বে ঠান্ডা এবং গরম পানির শাওয়ার সুবিধাসহ ধৌতকরণ সুবিধা সম্বলিত ওয়াশবেসিন রাখতে হবে।
				৪)	আবদ্ধ কন্টেইনার দ্বারা লেডসৃষ্ট বর্জ্র অপসারণ করতে হবে।
৩)	কোয়ার্টজ ডাস্ট	সিলিকা, ক্রিস্টাল লাইন সিলিকা, ড্রাই অক্সাইড (টাইলস, সিরামিক্স,ক-নক্রীট, গ্রানাইট)	১। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশের মাধ্যমে সিলিকোসিস এবং ফুসফুসীয় ক্যান্সার এর ঝুকি থাকে। (রোগ নির্নয়ঃ কফ, রক্ত পরীক্ষা, ফুস্ফুসের এক্স রে; লক্ষণঃ নিস্বাস গ্রহণে কষ্ট)।	১)	হেপা ফিল্টার যুক্ত ক্লাস এইচ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এর ব্যবহার। (ডেনিশ স্ট্যান্ডার্ড)
				২)	যে সকল টুলস কেন্দ্রীয় ধূলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সাথে সংযুক্ত সেসকল যন্ত্রাদির ব্যবহার।
				৩)	যেখানে ধূলা দূর করা সম্ভব হয় না সেখানে পানি ছিটিয়ে বা ভিজিয়ে ধূলাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
৪)	কাঠের ধূলা	স'মিল, কাঠ কাটা	১) চর্মের অস্বস্তি তৈরি করে । ২) নাকে ও মিউকাস মেমব্রেনে বিভিন্ন মাত্রায় এলার্জির সৃষ্টি হতে পারে। ৩) নাকের ক্যান্সার হতে পারে।	১)	HEPA ফিল্টার যুক্ত ক্লাস এইচ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার-এর ব্যবহার করতে হবে। (ডেনিশ স্ট্যান্ডার্ড)
৫)	এপক্সি	পেইন্টস, ময়েশ্চার ব্যরিয়ার হিসেবে, ফ্লার কাভারিং, এবং এডহেসিভ হিসেবে	১) উচ্চ মাত্রায় এলার্জি ২) সাধারন মাত্রায় এবং তীব্র মাত্রায় একজিমা	১)	পরিস্কার শুকনো টাওয়েল, সাবান যথাযথ পরিস্কারক (ক্লীনিং এজেন্ট) থাকতে হবে।
				২)	পি পি ই এবং কর্ম ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য কাপড় সমূহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য কাপড় চোপর (ক্লথিং) সমূহ হতে পৃথক রাখতে হবে।
৬)	**অর্গানিক সলভেন্ট**	পেইন্ট, এডহে-সিভ	১) চোখ, নাক বা গলায় মিউকাস মেমব্রেনে অস্বস্থি তৈরি এবং চর্মে একজিমা হতে পারে। ২) দীর্ঘ সময়ে যাবৎ অর্গানিক সলভেন্ট এর সংস্পর্শে ব্রেইণ এবং নার্ভাস সিষ্টেমে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে যেমন- মেমরী লস, নার্ভাসনেস, খিটখিটে মেজাজ এবং বিষন্নতার মত মারাত্মক মানসিক পরিবর্তন। ৩) ক্যন্সার উৎপাদক এবং উহার প্রভাব গর্ভের শিশুকে ক্ষতি করতে পারে।	১)	পেইন্ট এর ফিউম/ অর্গানিক সলভেন্ট এর ফিউম এর নিঃশ্বাবান গ্রহণ এবং দেহের সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকতে হবে।
				২)	রাসায়নিক প্রতিরোধক পি পি ই ব্যাবহার করা আবশ্যক।
৭)	মিনারেল/ ভেজিটেবল/ সিন্থেটিক অয়েল (ফরম অয়েল)	এরোসল/স্প্রে	১) অস্বস্থি, চর্মে অস্বস্থিকর, লালচে ভাব, একজিমা, বমি, মাথাব্যথা এবং ফুসফুসীয় রোগ উৎপাদন করতে পারে। ২) দীর্ঘ সময় মিনারেল ওয়েলের সংস্পর্শ স্কিন ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।	১)	ওয়েল প্রুফ দেহ সুরক্ষা কাপড়/এপ্রন এবং গাভস পরিধান করন।
				২)	P2A2 ফিল্টার সংযুক্ত রেসপিরেটরী প্রটেকটিভ ইকুয়িপমেন্ট এর ব্যবহার। (ডেনিশ স্ট্যান্ডার্ড)

৮)	তারপিন	পেইন্ট	১) মাথাব্যাথা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, বমিবমি ভাব ইত্যাদির সৃষ্টি হতে পারে।	১)	পি পি ই এর ব্যবহার।
৯)	ট্রাই বিউটাই-লাইন কম্পাউন্ড	প্রসেসড আমদানীকৃত কাঠ	১) নিঃশ্বাসে গ্রহণ দেহের জন্যে টক্সিক ২) চোখে এবং চর্মে অস্বস্থি তৈরীকারক।	১)	পি পি ই এর ব্যবহার।
১০)	ক্রোমিয়াম যৌগ	ট্যানারি	১) ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। ২) এলাজিব্র উৎপাদক	১)	পি পি ই এর ব্যবহার।
১১)	বোরন যৌগ	গাস ফ্যাক্টরি	১) পুরুষের হরমোনাল বা বাচ্চা গ্রহণ ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। ২) উহার প্রভাব গর্ভের শিশুকে ক্ষতি করতে পারে।	১)	পি পি ই এর ব্যবহার।
১২)	আইসোস-য়ানাইট (পলিউরিথেন)	হার্ডেনার, রেজিন, পেইন্টস,, এডহেসিভ, সফট এন্ড হার্ড ফোম	১) একজিমা এবং এলার্জিক অ্যাজমা (নিঃশ্বাস গ্রহণে কষ্ট)।	১)	কাহারো উহার প্রভাবে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলে এ দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। (ডেনিশ মেরুদন্ড)
				২)	যথাযথ ভাবে কিভাবে কাজ পরিচালনা করা যায় এ বিষয়ে মালিককে যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

এম এস ডি এস পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা	এম এস ডি এস হলো এমন ডকুমেন্ট যা রাসায়নিক পদার্থের সম্ভাব্য ঝুঁকি (স্বাস্থ্য, আগুন, বিক্রিয়া এবং পরিবেশ) এবং তা নিয়ে কিভাবে নিরাপদে কাজ করা যায় তার তথ্য ধারন করে। ইহা কোনো পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং, দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ঝুঁকি সম্পর্কেও তথ্য ধারন করে। কোনো পদার্থ সম্পর্কে লেভেলর চেয়ে এম এস ডি এস বেশী তথ্য ধারন করে। রাসায়নিক হ্যান্ডলিং এর বিষয়ে ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষের নিকট ইহা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট। কোনো পদার্থের ম্যানুফেকচারার এবং সরবরাহকারী এম এস ডি এস তৈরী করে। একজন পরিদর্শক হিসেবে আপনি এম এস ডি এস চাইতে পারেন, যদি ১। পাত্রের গায়ে ছবিসহ ঝুকির শ্রেণীকরণ থাকে। ২। পাত্রের গায়ে রাসায়নিকের নাম (গ্রুপের নাম) থাকে।
বিপদজ্জনক স্থান এবং ফলাফল	যদি নির্দিষ্ট রাসায়নিকের জন্য নির্দিষ্ট এম এস ডি এস না থাকে, তাহলে শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ রাসায়নিকের ঝুঁকি নির্ধারণ বা ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে সমর্থ্য হবে না। ইহা নিশ্চিতভাবে অনাকাংক্ষিত কেমিক্যালের এক্সপোজার, রিস্ক এবং দুর্ঘটনার কারণ হবে। যদি এম এস ডি এস এ উপযুক্ত এবং নুন্যতম প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকে, ইহা শ্রমিকদের ভুল পথে পরিচালিত করবে এবং সচেতন হওয়ার জন্য উপযুক্ত তথ্য দিবে না।
জরুরী পদক্ষেপ	যদি এক জন পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সঠিক স্থানে সঠিক এম এস ডি এস বাংলায় প্রদর্শন করা হয়নি, অথবা কোনো এম এস ডি এস নাই। তখন কেমিক্যালের নাম ও এম এস ডি এস এর স্ট্যাটাস লিখবে এবং কেমিক্যালের পাত্র এবং এম এস ডি এস এর ছবি তুলবে।
প্রতিরোধ ও প্রতিবেদন	পরিদর্শনের পরে পরিদর্শক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনের লংঘন সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করবে। পরিদর্শক বাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতন করার জন্য যদি সম্ভব হয় কিছু নথি ব্যবহার করবে। সাধারনত ৫-১৫ দিনের মধ্যে সমস্যা গুলো সমাধান করা।
বাংলাদেশ শ্রম আইন	বিধি ৬৮(১০), বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫; প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে মানুষের শরীরের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা সম্পর্কিত নোটিশ (এম এস ডি এস) সহজে সকলের দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করিবেন।
নির্দেশনা	একজন পরিদর্শক হিসেবে আপনার পরিদর্শন উন্নয়নের জন্য এম এস ডি এস ব্যবহার করতে পারেন। যদি এম এস ডি এস সঠিক ও পরিপুর্ণ তথ্য সরবরাহ করে এই সব তথ্য, কেমিক্যালের কাজের ঝুঁকি, ভেন্টিলেশন, পিপিই এর ব্যবহার ও নিরাপদ ব্যবহার ইত্যাদি মূল্যায়ণ করতে ব্যবহার করা যাবে। কমপক্ষে এম এস ডি এস এর ৫ টি অনুচ্ছেদ সহজে দেখা যায় এমনস্থানে বাংলা ভাষায় অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। এ গুলো হলোঃ ১। কেমিক্যাল নাম, কোম্পানি পরিচিতি ২। ছবিসহ ঝুকি পরিচিত ৩। প্রাথমিক চিকিৎসা ৪। হ্যান্ডলিং ও স্টোরেজ এবং ৫। এক্সপোজার কন্ট্রোল/ব্যক্তিগত সুরক্ষা।

রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন গাইডলাইন	
সংজ্ঞা	সুরক্ষা সহিত রাসায়নিক পদার্থ ক্রয়, বিক্রয়, মজুদকরণ, ব্যবহার এবং উহার বর্জ্য অপসারণই রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা। একটি সঠিক রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা রোগ বালাই, দুর্ঘটনা, বিস্ফোরণ এবং ধারাবাহিকভাবে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে।
বিপদজনক কাজের ক্ষেত্র এবং ধারাবাহিকতা	**রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডেলিং :** ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ স্থানান্তর/পরিবহণের সময় কর্মরত শ্রমিকরা মারাত্মকভাবে কেমিক্যাল এক্সপোজারের (chemical exposoure) শিকার হতে পারে। বিভিন্নভাবে রাসায়নিক পদার্থের সরাসরি সংস্পর্শে আসাকে এক্সপোজার বলা যেতে পারে। এক্সপোজার মূলত তিনভাবে হতে পারে- শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে, খাওয়ার মাধ্যমে, এবং চামড়ার সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে। **রাসায়নিক গুদামঘর ঃ** রাসায়নিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক স্থানে সংরক্ষণ (বিশেষভাবে, দাহ্য এবং বিস্ফোরক রাসায়নিক পদার্থ পৃথক স্থানে সংরক্ষণ না করলে ক্ষতিকারক রাসায়নিক ধোঁয়া এবং রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে) এবং উহার ছড়িয়ে পড়া অংশ শ্বাসরুদ্ধকর, দূষিত পরিবেশ তৈরি করে। **প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ** রাসায়নিক পদার্থের প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে (মিশ্রণ তৈরী, এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তর, ক্রাশিং, গ্র্যান্ডিং প্রভৃতি) নিয়োজিত শ্রমিকরা শ্বাস-প্রশাসজনিত অসুবিধা, চামড়ার প্রদাহ এবং চোখের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। **উৎপাদন প্রক্রিয়া ঃ** উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণ শ্বাস-প্রশাসজনিত অসুবিধা, চামড়ার প্রদাহ এবং চোখের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। **বর্জ্য অপসারণ ঃ** রাসায়নিক পদার্থ সংশিষ্ট জার বা কন্টেইনার সমূহের অপসারন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না জেনে পুনঃব্যবহার নানা রকম রোগের কারণ হতে পারে।
জরুরী ব্যবস্থা	# রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডেলিং : প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে সঠিক পি.পি.ই ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে। যাতায়াতের পথ বাধামুক্ত রাখতে হবে। # **রাসায়নিক গুদামঘরঃ** ছড়িয়ে থাকা রাসায়নিক পদার্থের অপসারণ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ (দাহ্য এবংবিস্ফোরক) পৃথকস্থানে সংরক্ষণের পরামর্শ। # প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বর্জ্য অপসারণঃ সঠিক পিপিই ব্যবহারের পরামর্শ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিবেদন	**# রাসায়নিক পদার্থর হ্যান্ডেলিং :** ১) কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের তালিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫,বিধি-৮০ (না থাকলে সংরক্ষণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ২) বাংলায় এমএসডিএস আছে কি না দেখা। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, বিধি-৬৮(১০); (না থাকলে সংরক্ষণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান)। ৩) শ্রমিক,কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ : দেওয়া হয় কি না। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫,বিধি-৬৭; (না থাকলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান)। **# রাসায়নিক গুদামঘর** ঃ ১) চলাচলের পথ, দরজায় ঢোকার পথ, প্রবেশের পথ, বাহির হওয়ার পথ বাধামুক্ত কি না দেখা। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৭২; (না থাকলে বাধামুক্ত রাখার আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) । ২) গুদামঘরের আলোক ব্যবস্থা, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা সঠিক আছে কি না দেখা। এবং রাসায়নিক পদার্থ আবদ্ধস্থানে, শীতল স্থানে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ করা হয় কি না (উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ আবদ্ধ স্থানে সংরক্ষণ না করলে তা থেকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক ধোঁয়া সৃষ্টি হতে পারে)। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৫২, ৫৩; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) । ৩) রাসায়নিক কন্টেইনারগুলো সকল ধরনের অগ্নি উৎপাদনের উৎস (উন্মুক্ত অগ্নিশিখা, তাপ, সরাসরি সূর্যালোক) থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৮৫; (না থাকলে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত অগ্নি উৎপাদনের উৎস থেকে রাসায়নিক কন্টেইনারগুলো নিরাপদ স্থানে সরানোর আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ৪) সকল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি (fire extinguishers) সুবিধাজনক স্থানে আছে কি না দেখা। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, বিধি-৫৫; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) **# প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বর্জ্য অপসারণ** ঃ ১) প্রোডাকশন ফ্লোরে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা সঠিক আছে কি না।বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৫২,৫৩; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান)। ২) সকল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি (fire extinguishers) সুবিধাজনক স্থানে আছে কি না দেখা। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, বিধি-৫৫; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ৩) ফ্লোরে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কি না এবং উহা পরিষ্কার করা হয় কি না।বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬,ধারা ৫১; ৮৫; (না থাকলে জরুরী ভিত্তিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ৪) কর্মরত শ্রমিকরা সঠিক পিপিই ব্যবহার করছে কি না মনিটরিং করা। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৭৮(ক), বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, বিধি-৬০; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ৫) বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে এম এস ডি এস অনুসরণ করা হয় কি না দেখা। করা। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৫৪, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, বিধি-৬৮; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ৬) রাসায়নিক বর্জ্য, দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য, মেডিকেল বর্জ্য, অব্যবহৃত ধাতব পদার্থ আলাদা পাত্রে করে অপসারণ করা হয় কি না। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৫৪; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান) ৭) কারখানা হতে নির্গত দূষিত পানি, রাসায়নিক বর্জ্যের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা যেমন ইটিপি বা বায়োলজিক্যাল ইটিপি আছে কি না দেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৫৪; (না থাকলে ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ দিয়ে পত্র প্রদান)।
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (২০১৫)	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, (বাংলাদেশ শ্রম বিধি - ২০১৫) ধারা ৫২(২), ৫৩, ৫৪, ৬২ (৫৫), ৭৮(ক), ৬৭, (৪০, ৪৫, ৮০)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা-১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৬
E-mail : chiefdife@gmail.com
Web : www.dife.gov.bd

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়